জগদ্ধাত্রী পতি যিনি স্বর্ণকাশী বাস।
শিখা'তে গার্হস্থ্য নীতি এল কীর্ত্তিবাস।।
প্রেম প্লাবনেতে মাটি সরস হইবে।
সোনার ফসল তাহে আবাদে ফলিবে।।"
এইভাবে নিশি ভোর ভাবে অচৈতন্য।
আত্মস্থ হইল প্রভু জীব-মুক্তি জন্য।।
প্রভাতে জাগিয়া প্রভু গৃহপানে যায়।
অসার সংসার বলি সব মনে হয়।।
সংসারকে 'সং' ভাবি প্রভু ছেড়ে দিল।
'সং' মধ্যে 'সার' দিতে গুরুচাঁদ এল।।
নামে 'ভীর', দিল প্রভু পাষণ্ড উতলা।
কবি কহে পাতকীর আর নাহি জ্বালা।।

নিষ্কাম বা আত্মসমর্পণ শিক্ষা

এইমত আত্মরূপ হইল প্রকাশ।
পরে এসে ওড়াকান্দী করিলেন বাস।।
আমভিটা বাড়ী ছেড়ে মহাপ্রভু কয়।
"দেখি কার্য্য না করে কি খেতে পা'য়া যায়?
দিবারাত্রি খাটি কেহ না পারে আটা'তে।
অন্নহীন যায় দিন ভ্রমে পথে পথে।।
কর্মক্ষেত্রে কর্ম করে আশা হয় হানি।
দোকান পাতিয়া লভ্য না পায় দোকানী।।
অর্থ লোভে কার্য্যক্ষেত্রে জীবন কাটায়।
আত্মস্বার্থ খাটাইয়া লভ্য কই পায়?
কেহ না করিয়া কার্য্য রাজ্যপ্রাপ্ত হয়।
কোটি লোকে দাস হ'য়ে পড়ে তাঁর পায়।।
সুখ দুঃখ সংসারের যত বাহ্য কার্য্য।
যে করায় তা'রে কেহ নাহি করে গ্রাহ্য।।
যখন গৌরাঙ্গ প্রভু লীলা প্রকাশিল।
কি কার্য্য করিল সবে কেবা খেতে দিল?
মুনি-ঋষি যোগী-ন্যাসী তপস্যা করিত।
কহ দেখি কে কোথায় না খেয়ে মরিত?
বহুজীব মীন পাখী কীট পতঙ্গম।
আত্মস্বার্থ কর্মত্যাগী নিষ্কাম নিয়ম।।
আজ হ'তে কাজকর্ম সব ত্যজিলাম।
পবিত্র চরিত্র নামে রুচি রাখিলাম।।
যদ্যপি আমরা নহি সে কাজের কাজী।
পাই কিনা পাই খেতে বসে থেকে বুঝি।।"
এতবলি মহাপ্রভু নামধ্বনি দিল।
ভক্তগণে হরি বলি নাচিতে লাগিল।।
এ ভবসংসারে প্রভু বৃথা দিন যায়।
রসনা-বাসনা পাদ-পদ্ম মধু খায়।।

দস্যু ব্রাহ্মণের উপাখ্যান

নররূপে লীলা জীব শিক্ষার কারণ।
শিখাইল জীবগণে আত্মসমর্পণ।।
বসিতেন মহাপ্রভু ভক্তগণ ল'য়ে।
কেহ এসে নিয়ে যেতো নিমন্ত্রণ দিয়ে।।
পথ যেতে ভক্তগণ নামগান করে।
কত লোক কাঁদিতেন প্রভুপদ ধরে।।
কেহ বা দাঁড়া'ত পথে হস্ত প্রসারিয়া।
বাঞ্ছা পুরাইত তার গৃহেতে যাইয়া।।
দধি-দুগ্ধ ঘৃত-অন্ন পায়স-পিষ্টক।
ভক্ত মনোনীত দ্রব্য যত আবশ্যক।।
কোন দিন মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
থাকিতেন সুধাময় কৃষ্ণকথা রঙ্গে।।
নামগান প্রেমকথা সর্বদা আনন্দ।
ডাকিয়া হাঁকিয়া বলে 'বল রে গোবিন্দ।।'
একদিন হরিচাঁদ বসিয়া বিরলে।
নিষ্কাম প্রবন্ধে পুরাতন কথা বলে।।